# কবিতায় চিত্রকল্প

সুজিত সরকার



ইংরাজীতে যা 'ইমেজ', বাংলায় তা-ই চিত্রকল্প। শুধু 'আধুনিক কবিতা'য় নয়, চিত্রকল্পের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় 'আধুনিক কবিতার' ও আগে, যখন কবিতা ছিল শুধুই 'কবিতা'। কিন্তু আধুনিক সেই সব কবিতায় চিত্রকল্প সচেতনভাবে ব্যবহৃত হয়নি। বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকে এজরা পাউন্ডকবিতায় এক নতুন আন্দোলনের সূচনা করেন। এই আন্দোলন 'ইমেজিসম্' বা 'চিত্রকল্পবাদ' নামে পরিচিত। এই আন্দোলনের সময় থেকেই কবিতায় সচেতনভাবে চিত্রকল্পের ব্যবহার শু হয়।

কবিতায় শব্দ দিয়ে ছবি আঁকা হয়, কিন্তু সব ছবিই চিত্রকল্প নয়। নিছক বর্ণনার জন্যে কবিতায় যে সব ছবি আনা হয়, সেগুলি চিত্রকল্প নয়। মনের কোনো বিশেষ ভাব বা অবস্থা কিংবা কোনো জটিল অভিজ্ঞতাকে বোঝাবার জন্যে কবি যখন কবিতায় কোনো ছবি নিয়ে আসেন, তখনইতা চিত্রকল্প হয়ে ওঠে। যেমন, 'দূরে দূরে গ্রাম দশ বারোখানি মাঝে একখানি হাট/সন্ধ্যায় সেথা জ্বলেনা প্রদীপ, প্রভাতে পড়ে না ঝাঁট' কিংবা ' রাশি রাশি ভারা ভারা ধান-কাটা হল সারা, / ভরা নদী ক্ষুরধারা খরপরশা'-- এসমস্ত লাইনে শব্দ দিয়ে ছবি আঁকা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু এগুলি চিত্রকল্প নয়। বর্ণনা দেবার জন্যেই এদের কবিতায় আনা হয়েছে। এর পাশাপাশি রাখা যাক অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত অনুদিত এজরাপাউন্ডের ছোট একটি কবিতা, আয়তনে যা হাইকুর থেকেও ছোট ঃ কবিতাটির মধ্যে দিয়ে কবি পাঠককে একটি ছবি উপহার দিচ্ছেন ঠিকই, কিন্তু তার সঙ্গে আরো কিছু দিচ্ছেন। ছবিটির সঙ্গে মিশে আছে কবির বিষণ্ণতা। অর্থাৎ, কবিতাটি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে পাঠক শুধু ছবিটিকেই পাচ্ছেন না, কবির মনের বিশেষ অবস্থাটিকেও তাঁর জানা হয়ে যাচ্ছে। এই হ'লো চিত্রকল্প। এই জন্যই 'ইমেজিস্ট পোয়েট্রি' সংকলনে সম্পাদক পিটার জোন্স্ ভূমিকায় চিত্রকল্পের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন ঃ 'It is not merely description, but evocation' এবং তিনি আরো বলেছেন ঃ 'There is however a strong sense of the abstract caught within the concrete'

জাপানী হাইকু বলতে পাউন্ড বুঝেছিলেন চিত্রকল্প, পরিমিতি ও ব্যঞ্জনা -- এই তিনের সম্মিলনে গঠিত এক কবিতা। হাইকু বলতে শুধু এটুকুকেই বোঝায় না, কিন্তু এই খন্ডিত ধারণা থেকেই পাউন্ডকবিতায় এক নতুন আন্দোলনের সূচনা করলেন - ইমেজিস্ম্ বা চিত্রকল্পবাদ। ১৯১৩ সালে মার্চ মাসে প্রকাশিত 'পোয়েট্রি' পত্রিকায় পাউন্ড চিত্রকল্পের সংজ্ঞা দিয়েছেন এইভাবে ঃ 'an intellectual and emotional complex in an instant of time' অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের ভাষায় 'আবেগ ও মনীষা আরো গভীরভাবে মৈত্রীজটিল'।

১৯১৪ থেকে ১৯১৭ সালের মধ্যে ইমেজিস্ট কবিদের চারটি বার্ষিক সংকলন প্রকাশিত হয়। ১৯১৫ সালে প্রাকশিত হয় সম্পূর্ণ একটি ম্যানিফেস্টো। ১৯৩০ সালে প্রকাশিত হয় পঞ্চম সংকলন, যেখানে দেখানোর চেষ্টা করা হয় সংঘ ভেঙে যাওয়ার পর এই কবিরা ব্যক্তিগত ভাবে কে কেমন লিখছেন।, এজরা পাউন্ড, এমি লোয়েল, রিচার্ড অ্যালডিংটন, এফ.এস. ক্লিন্ট, ডি.এইচ. লরেন্স প্রমখ কবিরাই ইমেজিসট কবি হিসাবে পরিচিত। অ্যালডিংটনের একটি কবিতার অংশ ঃ ব্যবহৃত ফুল / আবার বৃষ্টির জল দ্রুত ধ'রে রাখে নিজের ভিতরে ঃ আমার হৃদয়ে এভাবেই অশ্রু জমা হবে ধীরে / যতদিন না ফিরে আসো তুমি।

লরেন্সের একটি সম্পূর্ণ কবিতা ঃ
কিছুই বাকি নেই আর, সব নষ্ট হয়ে গেছে, কিন্তু আমার হৃদয়ে এখনও কিছুটা স্তব্ধতা, যেন একটি ভায়োলেট ফুলের চে াখ।
একটি চিত্রকল্পের কবিতার কথা বলতে গিয়ে পাউন্ড বলেছেন 'one idea set on top of another'। এই ধরনের কবিতা বাংলায় শঙ্খ ঘোষ কিছু লিখেছেন। একটি উদাহরণ ঃ 'ঘর, বাড়ি, আঙিনা / সমস্ত সন্তর্পণে ছেড়ে দিয়ে মামিমা / ভেজা পায়ে চ'লে গেল খালের ওপারে / সাঁকো পেরিয়ে/ --- ছড়ানো পালক, কেউ জানে না!'
ছোট এই কবিতাটিতে ঘর, বাড়ি, উঠোন, রাঙামামিমা, ভেজা পা, খাল, সাঁকো -- এইসব ছবি সরে গিয়ে শেষ পর্যন্ত প াঠকের মনে স্থায়ী হয়ে যায় পালকের ছবি অর্থাৎ 'one idea set on top of another '
চিত্রকল্প বিষয়ে পাউন্ড আরো বলেছেন ঃ 'unification of disparate ideas'' অর্থাৎ আপাতদৃষ্টিতে মিল নেই এমন কতকগুলি ভাবনার মধ্যে সম্পর্কস্থাপন। যেমন, প্রণবেন্দু দাশগুপ্তের 'সুন্দরবল' কবিতাটি ঃ 'এখন ভাঁটায় জল নেমে গেছে / বাঘের পায়ের দাগ স্পষ্ট দেখা যায়/ হেঁতালের ডালে ব'সে দু'একটা বাঁদর শুধু / কিচ্ মিচ্ করে / একদিন আমরা খুব কাছে আসতে পেরেছি -- / পারিনি কি? / প্রেম হয়েছিল খুব; বিবাহাদি হ'লে / হয়তো সন্তান হ'তো একটি কি দুটি / এখন ভাঁটায় জল স'রে গেছে-- / ঘৃণার পিচ্ছিল দাগ/ কাদার ওপরে খুব হিংস্র জেগে আছে / হেঁতালের ডালে কারা শব্দ ক'রে ওঠে।'

আপাতদৃষ্টিতে সুন্দরবনের সঙ্গে মৃত প্রেমের কোনো সম্পর্কই নেই। কিন্তু এদের মধ্যে সম্পর্কস্থাপন ক'রে একটি সুন্দর কবিতা কবি আমাদের উপহার দিয়েছেন। সবশেষে, আমার নিজের একটি কবিতা। এখানেও মৃত প্রেমের সঙ্গে নির্জনতায় দুই স্টেশনের মাঝখানে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়া ফাঁকা একটি ট্রেনের সম্পর্ক স্থাপন করা হয়েছে অর্থাৎ পাউন্ড-কথিত 'unification of disparate ideas' ঃ
'সমস্ত আবেগ বড় ভুলভাবে ঝরে গেছে / আজ খুব ফাঁকা লাগে, খুব একা লাগে / গভীর রাতের নির্জনতায় / দুই স্টেশনের মাঝখানে / দাঁড়িয়ে পড়েছে ট্রেন বহুক্ষণ-- / কামরায় অন্য কোনো যাত্রী নেই / সেই কতদূর বাড়ি! / কখন পৌঁছব, কিভাবে পৌঁছব - কিছুই জানি না! / সমস্ত আবেগ বড় ভুলভাবে ঝরে গেছে।'



সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com